সংবাদ 001-A
তারিখ ... 14 JUN 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1 ...

অচলায়তনের স্বার্থরক্ষার শিক্ষা

অনিরুদ্ধ

ঈশ্বরদীর সবুজ কুঁড়ি কিণ্ডার গার্টেন-এর ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মো: মাজহার হোসেন বিশ্বাস (তুফান) এর 'ছেলেরা স্কুলে কী শিখছে' শীর্ষক একটি চিঠি গতকালের 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছে।

চিঠিতে কিশোর ছাত্রটি লিখেছে যে, তার বড় ভাই মায়ের কাছে জিনসের প্যান্ট কেনার জন্য ২০০ টাকা চায়। মাকে সে বলে, 'টাকাটা না দিলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।' তার মা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন টাকাটা তোকে আমি দেব, 'গলায় দড়ি দিয়ে মরবো' কথাটা কোথায় শিখেছো বলতে হবে। বড় ভাই-এর জবাব হল অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য-বই ইংলিশ ফর টুডে-তে এটা আছে। তারপর বই থেকে চিঠিতে ছাত্রটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছে, তার বক্তব্যের সমর্থনে। ছাত্রটি বলেছে ক্ষোভের সাথে আমিও ভবিষ্যতে এটা শিখবো।

কথা হল, এ ধরনের লেখা নির্বাচন টেক্সট বুক বোর্ডের কীর্তি বলবো, না আমাদের শিক্ষানীতি বলবো? সরকার শিক্ষানীতি নিয়ে কী কাণ্ডটা করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি এখানে নয়। ড: কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ধুলোয় ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী করতে বিদ্বান ও বাঘা বাঘা পণ্ডিতরা বিদেশী শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সাথে বহু পরিশ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন। সেই মেধার ফসল হিসেবে এর আগে বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীষ্মকাল এটাই ছাত্ররা ইংরেজী কেতাবে শিখছে। আগেই বলে রাখি দোষটা ইংরেজী ভাষার নয়। বিষয়টা শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের কাণ্ডারীদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী। বাংলাদেশের ভবিষ্যত নাগরিক তারা কী উদ্দেশ্যে গড়তে চান এবং কেমন করে গড়তে চান, তার উদাহরণ এরকম আরও দেয়া চলে।

স্বনির্ভরের কথা বলে আমরা চেচিয়ে গলা ভেঙ্গে ফেলেছি। তাই বোধ হয় নীচের শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞের 'সুপরামর্শ' ছাড়া একপাও চলা যায় না। এরা একদিন আমাদের পরাধীন রেখে সভ্য করতে চেয়েছিলেন। আর এখন স্বাধীন দেশে আমাদের স্বনির্ভর হতে শেখাচ্ছেন। এ যেন পা ভেঙ্গে ক্রাচ হাতে তুলে দিয়ে হাঁটতে চলার মতো।

শিক্ষা সম্পর্কে প্রায়ই চিঠি আসে। আর চিঠি শুরু হয় সেই মহাজনবাক্য দিয়ে—"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" তারপর কীভাবে শিক্ষার পথ রুদ্ধ তা নিয়ে অভিযোগ। কখনও শিক্ষকের অভাবের কথা বলা হয়। কখনো ঝড়ে বিধ্বস্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের 'আকুল' আবেদন করা হয়, আর কর্তৃপক্ষকে কথাটার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ওই বাক্যটি দিয়ে চিঠি শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই চিঠি প্রকাশের সময় ওই মহৎ বাক্যটি ছেঁটে ফেলা হয়। তারা হয়তো জানেন না বাংলাদেশে শিক্ষা দেয়ার মূল নীতি হল শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে নয়, হামাগুড়ি রপ্ত করানোর ব্যবস্থাটি পাকা করার কাজটাকেই মুখ্য ধরে নেয়া হয়েছে। কমলাকান্ত থেতে বললেও বাবু ডাক দিলে অভ্যাসবশেই বলত, "এজ্ঞে তামাক সাজছি।" আমাদের মুখে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কথাটা অভ্যাসবশেই আসে, উপলব্ধি থেকে নয়।

আর এই অভ্যাসের দাস হয়ে এখনও সাগরপারের বিশেষজ্ঞদের প্রতি আকর্ষণ ভুলতে পারছি না। তাই প্রথম শ্রেণী থেকে নতুন গণিত হোক, কিংবা সহজ গণিত শিক্ষা হোক তার জন্য প্রথমে বাংলায় গণিত বইখানি প্রণয়ন করে। তার ইংরেজী অনুবাদ একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হয়। আর স্বদেশী গন্ধটা যাতে থাকে তাই গুণনের প্রক্রিয়া নীচের ক্লাসেই লীলাবতীর গুনন পদ্ধতি শিখানো হয়। আহা, কচি ছেলেরা গুণে হাতে এক থাকবে, এটা যদি বুঝতে না পারে, তাই সহজ পদ্ধতি হিসেবে লীলাবতীর গুণ প্রক্রিয়া শিখানো হচ্ছে। এভাবেই মিসরীয় সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবলনীয় ৬'০ সংখ্যা পর্যন্ত গণন পদ্ধতি শিখানোর ব্যবস্থা নীচের শ্রেণীতে রয়েছে। যাহোক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটি দেখে দিলে পর আবার তা বাংলায় অনুবাদ করে ফেলা হয়। তৈরী হয় স্বনির্ভর পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি। টেক্সটবুক বোর্ড তাই আগামী দিনের নাগরিকদের হাতে তুলে দেন। মেহনত কী কম। তারপরও দুষ্ট লোকেরা তাদের তারিফ করে না, নিন্দা করে। না, এদেশের কিছু হবে না। আশ্চর্যের বিষয়, এসব গণিত বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে যখন, চিঠিপত্রে তর্কের ঝড় ওঠে, ('সংবাদ'-এ অনেক চিঠি ছাপানো হয়েছে) পরস্পর পরস্পরকে যুক্তির চোখা চোখা বাণে ঘায়েল করতে চান, তারা ভুলেও এই বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা, তাদের দরোজায় ২০ বছরের অভিজ্ঞ, স্বনামধন্য গণিত শিক্ষকদের ধর্নার প্রয়োজন কোথায়, সে কথাটা তোলেন না।

এ গেল পাঠ্যবই তৈরীর কেচ্ছা-কাহিনী, আর তাতে কী থাকে তার উদাহরণ দিয়েই তো আজকের লেখাটা শুরু।

পরাধীন আমলে বৃটিশের সহযোগী জমিদার ভূস্বামী কিংবা ধনী ব্যক্তিরা অনেক স্কুল স্থাপন করেছেন। তাদের সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার গাটছড়া শক্ত ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু স্কুল-কলেজ স্থাপন ব্যবসার জন্য করেছেন, এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ কেউ হাজির করতে পারবেন না। শ্রেণীর কথা তুলে। অথচ আজকে এমন অনেক লোকের দেখা পাওয়া যাবে যিনি একাধিক কিণ্ডার গার্টেন খুলেছেন, উদ্দেশ্য শিক্ষাব্যবসা। ব্যবসাটাকে কেউ অভিনব বলতে পারেন। কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের দোহাই দিয়ে শ্রেণীর কথাটা সগর্বে বলে নিজে যে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে আছেন সেই ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে তুলতে চাইতে পারেন।

তথাপি আরও গোড়ার দিকে যাওয়ার কথা ভাবেন না। তাদের শ্রেণীর কথা, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কথা অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের কথার আন্তরিকতায় আস্থা স্থাপন করেও বলা চলে যে, তারা আসলে এ ধরনের শ্রেণী-চৈতন্যের ধ্বজা ওড়ালেও মধ্যবিত্ত উন্মার্গগামী বিপ্লবের অপস্মার রোগের শিকার।

আমরা আসলে শিক্ষাকে উন্নত বিশ্ব যেভাবে ব্যবহার করছে তারই অক্ষম সাধনায় নিজেদের নিয়োগ করছি। আমেরিকায় শিক্ষাকে বলা হয় Knowledge Industry (শিক্ষা-শিল্প)। তারা শিক্ষাকে ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল, প্রযুক্তিকে নব নব মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন, উন্নতি ও নৈপুণ্য সাধনে। পিটার মনি খোলাখুলিই বলেছেন, "The high cost of social research has meant a close tie with machinery of policy making" আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষণ আর কী হতে পারে?

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভারের শতকরা বিশ ভাগ থেকে শতকরা ৮০ ভাগ বহন করছে কেন্দ্রীয় সরকার ও বেসরকারী শিল্পপতিরা—যারা মারণাস্ত্র শিল্পের মূল খুঁটি। সেখানে শিক্ষাকে পলিসি ওরিয়েন্টেশনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই আর্থিক নির্ভরতার জন্য স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারছে না।

আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত বহু বিদ্বজ্জন বৈদেশিক অর্থে বহু ধরনের গবেষণায় লিপ্ত আছেন। সুতরাং তাদের হাত থেকে কী ধরনের লেখা বের হবে কিংবা তারা কী লিখতে বাধ্য হবেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার চেয়ে কোদালকে কোদাল বলাই ভাল।

তাই, টেক্সট বুক বোর্ডের

সংবাদ 001-B
তারিখ ... 14 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ...

বই-এর পরিবর্ধন সংশোধন প্রয়োজন হয় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুযায়ী। শিক্ষার উদ্দেশ্য সকল দিক দিয়ে সকলের নিকট সহজলভ্য উপায়ে "অন্তর্নিহিত মানব সম্ভাবনা প্রকাশে সহায়তা।" এ প্রসঙ্গে একজন মার্কিন শিক্ষাবিদ রিচার্ড সল তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন; নিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি বলে কিছু নেই। তরুণ বংশধরদের বর্তমান ব্যবস্থার যুক্তির সাথে সমন্বিত করার সুযোগ অথবা এই ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে কিংবা এটা 'স্বাধীনতার অনুশীলনে' পরিণত হয়, যার সাহায্যে নারী-পুরুষ বাস্তবতাকে সমালোচনা এবং সৃজনশীল হিসেবে দেখবেন এবং কীভাবে তাদের জগৎ রূপান্তরে তারা অংশগ্রহণ করবেন তা আবিষ্কার করবেন"।

সুতরাং, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্তি পোষণ করার অবকাশ নেই। স্কুল পাঠ্য-বইয়ে বয়:প্রাপ্তদের মানসিকতাকে কীভাবে গঠন করা হবে তা উক্ত ছাত্রের লিখিত চিঠিতেই স্পষ্ট। এটা লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভুল নয়। শিক্ষা যাতে সকলের নিকট সহজলভ্য না হয়, তার জন্যই নতুন গণিত বা সহজ গণিত লেখা হয়েছে এবং 'নিজে করি' নামে বিজ্ঞান বই লেখার ধারাটা এমনই যে, সর্বত্রই যেন অবিবিদ্যার ধারা নেয়া হয়েছে। শিক্ষাপীঠ তাই কারখানায় পরিণত এবং শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে অধিকাংশ নিরক্ষরের কাঁধে কয়েকজন অভিজাত শিক্ষিতকে চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে।

কথা উঠতে পারে আমেরিকার উদাহরণটা কেন দিচ্ছি। কারণ তারা ছলচাতুরিটা অন্যের সাথে করলেও, নিজেদের ঘরে করে না। মিসিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান জন এ, হানা ১৯৬১ সালে তার সমাবর্তন ভাষণের এক স্থানে বলেছেন, "ধ্বনিদ্রুত বোমারু বিমান, পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন এবং আন্ত:মহাদেশীয় ব্যালেষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতই আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আমাদের প্রতিরক্ষার দুর্গ হিসেবে আমাদের দেশ ও আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি সংরক্ষণের পক্ষে অপরিহার্য হিসেবে অবশ্য গণ্য করতে হবে"।

আমরা সেখানে অস্পষ্টভাবে জনগণের মেধা অনুযায়ী আমাদের মত করে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে নতুন বংশধরদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা বলি, সে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা মেধার স্বরূপ বিভিন্ন জনসভায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু লক্ষ্যটা এক যা কিছু প্রগতির পক্ষে, মনুষ্যত্বের পক্ষে তাকে পাশ কাটিয়ে একটা বায়বীয় বোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাই পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমরা মিসিংলিঙ্ক খুঁজি না মিসিংলিঙ্ক তৈরী করি। বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এমন সব উদ্ভট কথা বলা হয়, যা অর্থহীন বলে স্বত:ই প্রতীয়মান। কিন্তু কেউ সেই সাধারণ ভুলটুকু দেখিয়ে দেন না। শোষণহীন সমাজের কথা বলা হয়, আর মুনাফাধর্মী পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারাটাকে আবাহন করি।

সকলের জন্য শিক্ষার যে উদ্যোগটুকু নেয়া হয় তাও দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং আত্মস্বার্থ উদ্ধারের আবর্তে তলিয়ে যায়। বিনামূল্যের বইয়ে ঠোঙ্গা হয়। সাড়ে পাঁচ টাকার বই দশ টাকার নীচে পাওয়া যায় না। সরকারী প্রাথমিক স্কুল মেরামতের জন্য চিঠিপত্রে তাদের হাল কি ধরা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারী পরিকল্পনার গাড়ীটা গজেন্দ্রগামী, কারণ ফাইলের হাত ঘোরাফেরা, নোট দেয়া, টাকা বরাদ্দ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা গ্রামে যেয়েই স্বমহিমায় লোককে মুগ্ধ করে চাঁদা উঠিয়ে দ্রুত কিণ্ডার গার্টেন গড়ে তুলছেন। এ চাঁদা উঠাতে বেগ পেতে হয় না। তার কারণ সুস্পষ্ট। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। কারণ এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য আমলাতন্ত্রের রসদ যোগানো। আর স্বাধীন দেশে উন্নয়নের যে প্রলেপ চড়ানো হচ্ছে তার ওপর সেখানে সেই মূল লক্ষ্যটাই কাজ করছে—তা কিণ্ডার গার্টেন হোক, মাধ্যমিক স্কুল হোক কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক—তাহলে স্কুলের সেই সংজ্ঞার সার্থক উদাহরণ "School is where you let the dying society put its trip on you."

কাজেই দু'শ টাকা না পেলে আত্মহত্যার হুমকিটা পাঠ্যবই থেকে যাতে শিখে নিতে ভুল না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাটাই আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারা সমীচীন মনে করেছেন। আমরা পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিয়েছি উদয়াচলের নবজীবনের আশ্বাসবাণী প্রাণপণে রুদ্ধ করে রাখি—ভুলেও পূবের জানালায় যেন কেউ হাত না লাগান। শুধু মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে মধ্যবিত্ত রক্তে শ্রেণীর ঐক্যতানে সুর মেলানো।